ভোরের কাগজ

তারিখ ... 09 MAY 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৫ ...

সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা : কুড়িগ্রামে গোপনে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গতকাল রোববার কুড়িগ্রামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গোপনে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ঘটনা জানাজানির পর খোদ শিক্ষক মহলে তোলপাড় শুরু হয়। অভিযোগ উঠেছে প্রজ্ঞাপন জারির আগে সহকারী শিক্ষক পদে ২ জনকে নিয়োগ দিতে আগাম নেওয়া ৬ লাখ টাকা জায়েজ করতে প্রধান শিক্ষক ঐ গোপন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। ব্যাকডেটে এ নিয়োগ সম্পাদন করতে তিনি ডিজি অফিসের ২ প্রধান সহকারীকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছেন বলে এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে।

লিখিত অভিযোগে জানা যায়, জেলার ফুলবাড়ী উপজেলা সদরে অবস্থিত জহি মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মজিদ সর্দার বিদ্যালয়টির ২টি সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদে চাকরি দেওয়ার জন্য গত জানুয়ারি মাসে ২ জন প্রার্থীর কাছ থেকে ৬ লাখ টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাদ সাধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপন। মার্চ মাসের ২০ তারিখে জারি করা শিক্ষক নিয়োগ বন্ধের প্রজ্ঞাপন দেখে প্রধান শিক্ষক মুষড়ে পড়েন। তারপরও হাল ছাড়েননি তিনি। ঢাকায় গিয়ে ঐ প্রধান শিক্ষক ডিজি অফিসের ২ জন প্রধান সহকারীকে ব্যাকডেটে শিক্ষক নিয়োগ সম্পাদন করতে টাকার বিনিময়ে রাজি করাতে সক্ষম হন। তাদের প্রতিশ্রুতি মতো গতকাল রোববার সকাল ১০টায় ঐ বিদ্যালয়ের কম্পিউটার রুমে অত্যন্ত গোপনে তাদের পছন্দমতো ৪ জন প্রার্থিকে ডেকে এনে নিয়োগ পরীক্ষা শুরু করান। কিছুক্ষণের মধ্যে আগের আবেদনকারী ৮ প্রার্থী এ ঘটনা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে এসে এ নিয়োগ পরীক্ষার প্রতিবাদ জানান। পরে তারা এই অবৈধ নিয়োগ পরীক্ষার বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। গোপন নিয়োগ পরীক্ষার ঘটনা ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক মহলে তোলপাড় শুরু হয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দীপক কুমার বণিকের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা হলে তিনি এ নিয়োগ পরীক্ষা সম্পর্কে তাকে জানানো হলেও এটি কতোটুকু গ্রহণযোগ্য হবে তা নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রধান শিক্ষক আবদুল মজিদ নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের কথা স্বীকার করলেও অন্য কোনো কথা বলতে রাজি হননি।